পারকিনসন্স ডিজিজ

পারকিনসন্স ডিজিজ কি?

এটি মস্তিস্কের ক্ষয়জনিত রোগ। মস্তিস্কের সাবস্ট্যানশিয়া নাইগ্রা (Substartia nigra) নামক অংশের স্নায়ুকোষ (নিউরোন) শুকিয়ে যাওয়ার কারনে ডোপামিন নামক নিউরোট্রান্সমিটার (এক ধরণের রাসায়নিক পদার্থ) এর ঘাটতি দেখা দেয়। স্বাভাবিক অবস্থায় মস্তিস্কে ব্যাজাল গ্যাংলিয়া (Basal ganglia) নামক অংশ শরীরের চলাফেরা বা গতি বা নড়াচড়া (Movement) করার সমন্বয় করে থাকে। ডোপামিনের অভাবে এই সমন্বয় নষ্ট হয়ে যায়।

এ রোগ কেন হয় ?

শতকরা সত্তর ভাগ ক্ষেত্রে পারকিনসন্স ডিজিজের কারণ অজানা (Idiopathic Parkinson's Disease)। শতকরা পাঁচ ভাগ ক্ষেত্রে জেনেটিক কারণে হয়। অবশিষ্ট পঁচিশ ভাগ বিভিন্ন কারণে হয়। যেমন: স্ট্রোক, টিউমার, বার বার আঘাত, মস্তিস্কের ইনফেকশন, উইলসন ডিজিজসহ মস্তিস্কের ক্ষয়জনিত অন্যান্য রোগ - যে গুলোকে বলা হয় পারকিনসনিজম।

কারা আক্রান্ত হতে পারে?

পুরুষ-মহিলা সমানভাবে আক্রান্ত হয়। সাধারণত পঞ্চান্ন বছরের পরে পারকিনসন্স ডিজিজে আক্রান্ত হয়। জেনেটিক ক্ষেত্রে কম বয়সে যেমন ১৫ থেকে ২০ বছরের মধ্যে এ রোগে আক্রান্ত হতে পারে।

এ রোগের লক্ষণ কি?

এ রোগের প্রধান উপসর্গ / লক্ষণ তিনটি।

১। হাত/পা কাঁপুনি

২। হাত/পা স্বাভাবিকের চেয়ে শক্ত হয়ে যাওয়া

৩। চলাচলের গতি ধীর হয়ে যাওয়া

এ ছাড়া নিম্নোক্ত লক্ষণগুলো থাকতে পারে

- সামনের দিকে ঝুঁকে হাটা
- কথার স্বর কমে যাওয়া, কম কথা বলা
- চোখের পাতার নড়াচড়া কমে যাওয়া
- বার বার পড়ে যাওয়া
- কোষ্ঠ্য কাঠিন্য
- হতাশাগ্রস্থতা

চিকিৎসা আছে কি ? কতদিন চিকিৎসা নিতে হয়?

এ রোগের চিকিৎসা রয়েছে। সঠিক সময়ে এবং সঠিকভাবে চিকিৎসা গ্রহন করলে রোগী দীর্ঘদিন ভালো থাকে। এ রোগে আক্রান্ত রোগীকে আজীবন ঔষধ খেতে হয়।

সম্পূর্ণ আরোগ্য হওয়া সম্ভব কি?

পারকিনসন্স ডিজিজ সম্পূর্ন নিরাময়যোগ্য (Curable) রোগ নয়। নিয়মিত ঔষধ সেবনে রোগী অনেকদিন পর্যন্ত স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারেন।

এ রোগ প্রতিরোধের উপায় আছে?

এ রোগ প্রতিরোধের উপায় এখনও আবিস্কার হয়নি।

অপারেশন বা অন্য কোন চিকিৎসা আছে কি?

অপারেশনের কোন ভূমিকা নেই। তবে ডিবিএস (Deep Brain Stimulation) পদ্ধতিতে অতি ক্ষুদ্র ইলেক্ট্রোড মস্তিস্কের গভীরে স্থাপন করা হয়। এতে ঔষধ অনেক কম লাগে। উপসর্গগুলো ৯০ ভাগ কমে যায়, রোগী দীর্ঘদিন ভালো থাকে। কিন্তু এটি অত্যন্ত ব্যয়বহুল। এ পদ্ধতি আমাদের দেশে সীমিত পরিসরে চালু হয়েছে।

এডভান্সড পারকিনসন্স ডিজিজ রোগীর ক্ষেত্রে লিভোডোপা প্যাচ এবং লিভোডোপা ইনফিউশন পাম্প রয়েছে। এগুলো ব্যয়বহুল। আমাদের দেশে এখনও শুরু হয়নি।

এ রোগের হার কেমন?

আমাদের দেশে সঠিক তথ্য উপাত্ত নেই। আন্তর্জাতিক এবং পার্শ্ববর্তী দেশের সঙ্গে তুলনা করলে শতকরা ০.৩ ভাগ লোক পারকিনসন্স রোগে আক্রান্ত হয়।

ব্যায়াম বা ফিজিওথেরাপির কোন ভূমিকা আছে কি?

ঔষধের পাশাপাশি ব্যায়াম বা ফিজিওথেরাপির মাধ্যমে পারকিনসন্স ডিজিজের উন্নতি হয়।

চিকিৎসা কোথায় পাওয়া যায় ঃ

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের (BSMMU) নিউরোলজি বর্হিবিভাগ এবং অন্ত:বিভাগে, ন্যাশনাল ইনিষ্টিউট অফ নিউরোসায়েন্স (NINS), মেডিকেল কলেজসমূহে নিউরোলজি বিভাগে। এছাড়া যেসমস্ত বেসরকারী হাসপাতালে স্নায়ুরোগ বিশেষজ্ঞ (Neurologist) রয়েছেন সেখানে এ রোগের চিকিৎসা দেয়া হয়।

আমাদের করণীয় কি?

গড় আয়ু বৃদ্ধি পাওয়ার কারনে নিউরোডিজেনারেটিভ অসুখের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। পারকিনসন্স ডিজিজ এগুলোর মধ্যে অন্যতম। রোগী এবং পরিবারের লোকজনকে সচেতন করতে পারলে রোগীকে সচল রাখা সম্ভব।

Movement Disorder Society of Bangladesh
Society for Parkinson's Disease and Other Movement Disorder